149276 - দুঃশ্চিন্তা ও বিপদাপদ দূর হওয়ার দোয়াসমূহ

প্রশ্ন

মুহাম্মদ আলাওয়ি আল-হুসাইনি আল-মালেকি রচিত 'আবওয়াবুল ফারাজ' নামক কিতাব থেকে দোয়া করা কি আমার জন্য জায়েয হবে? দুঃশ্চিন্তা ও বিপদাপদ দূরীভূত হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কি দোয়া বর্ণিত আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

'আবওয়াবুল ফারাজ' নামক কিতাবটির সম্পূর্ণ অংশ আমরা দেখতে পারিনি। এ কিতাবের কিছু অংশ আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছে। সে অংশে কিছু বিদাতী দরুদ রয়েছে, যেমন- সালাতুল ফাতহে, সালাতে নারিয়্যা (দরুদে নারিয়া), সালাতে মুনজিয়া ইত্যাদি; যেগুলোর ভাষা গর্হিত এবং যাতে নিন্দিত বাড়াবাড়ি রয়েছে। এ দরুদগুলোর কোন কোনটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

বিপদাপদ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার দোয়ার মধ্যে রয়েছে:

১। ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি কেউ কখনো দুঃশ্চিন্তা বা বেদনায় আক্রান্ত হয়ে এভাবে বলে: ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي (অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আমার নসীব আপনার হাতে। আমার উপর আপনার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি আপনার ফয়সালা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে আপনার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাই— যে নামগুলো আপনি নিজেই নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা নিজ কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টি জীবের মধ্যে কাউকে শিখিয়ে দিয়েছেন অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন— কুরআনকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি বানিয়ে দিন, আমার বক্ষের জ্যোতি বানিয়ে দিন, আমার দুঃশ্চিন্তাগুলোর অপসারণকারী বানিয়ে দিন এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী বানিয়ে দিন।) তাহলে আল্লাহ তার দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিবেন, বেদনা অপসারণ করে দিবেন। এর বদলে প্রশান্তি আনয়ন করে দিবেন। জিজ্ঞেস করা হল: ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আমরা কি দোয়াটি শিখে নবি না? তনিি বললনে: অবশ্যই। যে ব্যক্তি দোয়াটি শুনছে তার উচতি এটি শিখে নয়ো।[আলবানী ‘সলিসলিা সহহিা’ গ্রন্থে (১৯৯) হাদসিটকিে সহহি ঘোষণা করছেনে]

২। ইমাম আবু দাউদ ‘সুনান’ গ্রন্থে (৫০৯০) ও ইমাম আহমাদ ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে (২৭৮৯৮) আবু বাকরা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “বপিদগ্রস্তরে দোয়া হচ্ছে- اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দয়া প্রত্যাশা করছি। সুতরাং চোখরে পাতা ফলোর মত সময়রে জন্যওে আপনি আমাকে আমার নজিরে ওপর ছড়েে দবিনে না। আমার যাবতীয় বষিয় আপনি ঠকি করে দনি। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে।)[সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে আলবানী হাদসিটকিে ‘হাসান’ ঘোষণা করছেনে]

৩। ইমাম মুসলমি ‘সহহি’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বপিদাপদকালে বলতনে: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (অর্থ- মহান ও মহা-ধর্যৈশীল আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে। মহান আরশরে রব ‘আল্লাহ’ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে। আসমানসূমহ ও জমনিরে রব এবং মহান আরশরে রব ‘আল্লাহ’ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে।)

সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলনে: এটি একটি মহান হাদসি। এ হাদসিটকিে গুরুত্ব দয়ো উচতি। বপিদাপদ ও বড় বড় সদ্ধিান্ত গ্রহণকালে এ দোয়াটি বার বার আওড়ানো উচতি। তাবারী বলনে: সলফে সালহেীনগণ এ দোয়াটি দয়িে দোয়া করতনে। তাঁরা এটকিে বপিদাপদ মুক্তরি দোয়া আখ্যায়তি করতনে। যদি কউে বলে: এটি তো যকিরি, এর মধ্যে তো কোন দোয়া (প্রার্থনা) নইে। এ প্রশ্নরে প্রসদ্ধি দুইটি জবাব রয়ছেে: এক. ব্যক্তি এ যকিরিরে মাধ্যমে দোয়ার সূচনা করবে; এরপর যে দোয়া করতে চায় সে দোয়া করবে। দুই. সুফয়িান বনি উয়াইনা যে উত্তরটি দয়িছেনে সটেি হচ্ছে- আপনি কি আল্লাহ তাআলার সে বাণীটি শুননেনি: ‘আমার যকিরি করা যাকে আমার কাছে চাওয়া থকেে ব্যস্ত রখেছে আমি তাকে সওয়ালকারীদরেকে যা দইি তার চয়েে উত্তম দবি।’ কবি বলনে: ‘যদি কোনদনি কউে আপনার প্রশংসা করে তাহলে তার চাওয়া-পাওয়া পশে করার জন্য আপনাকে প্রশংসা করাই যথষ্টে’।

আল্লাহই ভাল জাননে।